

জাতীয় শোক দিবস - ২০১২

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার আহ্বানে গত ১৬ই সেপ্টেম্বর লাকেম্বার পেরী পার্কস্থ কমিউনিটি মিলনায়তনে পালিত হয় জাতীয় শোক দিবস - ২০১২। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যাপক শামস্ রহমান। সভায় স্বপরিবার উপস্থিত ছিলেন সিডনির বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত কমিউনিটির সদস্যবৃন্দ।

গুরুত্বপূর্ণ সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক হাসান সিমান ফারুক (রবিন) এবং সভা পরিচালনার জন্য আমন্ত্রণ জানান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অস্ট্রেলিয়া শাখার সাধারণ সম্পাদক জনাব আনিসুর রহমান রিতুকে।

বঙ্গবন্ধুর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এক মিনিট নীরবতা পালনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় এই আলোচনা সভা। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ ও দর্শনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে আলোচনা করেন স্থানীয় ছাত্র লীগ, যুব লীগ ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীবৃন্দ এবং আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। আনিসুর রহমান রিতু তার সূচনা বক্তৃতায় বঙ্গবন্ধুকে শতাব্দির শ্রেষ্ঠতম বাঙালী হিসেবে অবিহিত করে তার শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ দিকগুলি তুলে ধরেন। খালেক হোসেন ও স্বপন তাদের বক্তৃতায় বর্ণনা করেন বঙ্গবন্ধুর জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ত্যাগের দৃষ্টান্ত। হারুনার রশিদ এবং মোঃ শাহ আলম বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন মাইল ফলকের প্রতি শ্রোতা-দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ছয়শত্রির ছয়-দফা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ আন্দোলন ও একাত্তরের অসহযোগ আন্দোলনের উপর আলোকপাত করেন।

বঙ্গবন্ধুর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আদর্শ গণতন্ত্র ও ঐক্য - এই দুই বিষয়ের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে বক্তব্য দেন ড. নিজাম উদ্দিন ও জনাব নাজরুল ইসলাম। তারা বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপন করার জন্য আওয়ামী ঘরনার সংগঠনগুলির প্রতি আহ্বান জানান। সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক শামস্ রহমান বঙ্গবন্ধু রচিত সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনী 'অসমাণ্ড আত্মজীবনী' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কৌশলগত দিকের ব্যাখ্যা দেন এবং অস্ট্রেলিয়াস্থ আওয়ামী ঘরনার সংগঠনগুলির বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের তাৎপর্যের প্রতি আলোকপাত করেন। সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে ঐক্য অপরিসর্য এবং তার স্থায়ীত্বের জন্য গণতান্ত্রিক পন্থাই একমাত্র অবলম্বন বলে তিনি মন্তব্য করেন।











